50

দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

একুশের বই মেলার চূড়ান্ত নীতিমালা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বাংলা একাডেমী আয়োজিত একুশের বইমেলার চূড়ান্ত নীতিমালা বুধবার গৃহীত হয়েছে।

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

একুশের বই মেলার চূড়ান্ত নীতিমালা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এই নীতিমালা অনুযায়ী আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে বইমেলা শুরু হবে।

গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী বইমেলা এবারও টিএসসি থেকে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এবার বইমেলা পবিত্র রমজান মাসে শুরু হওয়ায় রমজানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ এবং আচরণ করা যাবে না। এছাড়া বইমেলার সার্বিক সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্র সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবং তাৎক্ষণিকভাবে বইমেলার যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি ষ্টিয়ারিং কমিটিও গঠন করা হয়।

বইমেলা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য গৃহীত নীতিমালার মধ্যে আরও রয়েছে, মেলার নির্ধারিত স্থান দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসির বাইরে কোন ষ্টল দেয়া যাবে না। রাস্তার উপরে দোকান পাততে অথবা বসতে দেয়া হবে না। মেলায় একুশের চেতনার পরিপন্থী কোন আচরণ করা যাবে না। অবৈধভাবে প্রকাশিত কোন বিদেশী বই অথবা অশ্লীল পোস্টার প্রদর্শন এবং বিক্রি করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ষ্টল যে নামে বরাদ্দ দেয়া হবে সেই নামেই ষ্টলের নামকরণ করতে হবে। ষ্টলের অশ্লীল নামকরণের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যাপারেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। অবৈধভাবে কোন ষ্টলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া যাবে না। খাবারের দোকানে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে চেয়ার পাতা যাবে না বা লোকজনকে জোর করে খাবারের দোকানের প্রবেশ করানো যাবে না। খাবার তালিকা ও দাম সুনির্দিষ্টভাবে দোকানে প্রদর্শন করতে হবে। টিএসসি পয়েন্ট ও দোয়েল চত্বর পয়েন্টের ১শ গজ পর্যন্ত স্থানে ফুটপাত ও রাস্তার উপর কোন প্রকার দোকান ও পসরা সাজানো ও লোক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি, রিকশা চলাচল এবং গাড়ি পার্কিং-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কোন ষ্টল ও বইপুস্তক থাকবে না। উচ্চস্বরে লাউডস্পিকার ব্যবহার করে শব্দদূষণ করা যাবে না।

এই নিয়মের যেকোন একটি লংঘিত হলে কর্তৃপক্ষ যেকোন ষ্টল বাতিল করার ক্ষমতা রাখবেন।

এছাড়া প্রতিবছর মেলায় দেখা যায় সন্ধ্যার পর দ্রুতবেগে মোটর সাইকেল চালিয়ে বইমেলার আগত দর্শকদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। এবার মেলায় এ ধরনের কাজে লিপ্তদের সনাক্ত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করার বিষয়টিও চূড়ান্ত করা হয়।

বুধবার বিকালে বাংলা একাডেমীর সভাকক্ষে এই নীতিমালা গ্রহণের চূড়ান্ত সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর মুনসুর মুসা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক, টিএসসির পরিচালক আলমগীর হোসেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর জিএস খায়রুল কবির খোকন, ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এ বি এম মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন, ছাত্রলীগ (শা-পা) সভাপতি বাহাদুর বেপারী, জাসদ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চুন্নু, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সমীর মিত্র, মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র কমান্ডের কামালপাশা চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ঢাকা ভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির আইপিপি হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, সভাপতি এ কে এম শোয়েব, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের হাসান আরিফসহ টিএসসি ভিত্তিক সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সভায় ছাত্র ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ বইমেলাকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা বাংলা একাডিমীকে করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।